সন্দেশখালির অত্যাচারিত মানুষের পাশে CPDRS

মল্লারিকা কুণ্ডু

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সমস্ত দৈনিক সংবাদ পত্র, সোস্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে হৈচৈ শুরু হয়, পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে বসিরহাট মহকুমার সন্ত্রাসের ক্ষেত্র সন্দেশখালির নিরীহ গরীব মানুষ মা-বোনেরা জোট বেঁধে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কিছু নেতার বাড়ী খামার পুড়িয়ে দিয়েছে, শাসকদলের নেতাদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে রাতের অন্ধকারে শাসকদলের গুণ্ডারা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীদের উপর আক্রমণ করেছে এবং গরীব মানুষদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। পুরো এলাকা সন্দেশখালি সহ বিভিন্ন দ্বীপ, জেলিয়াখালি, বেড়মজুর, তুতখালি সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। রেশন দুর্নীতিতে জড়িত শেখ শাহজাহানকে ইডি যায় ধরতে সন্দেশখালিতে। শেখ শাহজাহান পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী তৃণমূলের ছত্রছায়ায় ঐ অঞ্চলের বেতাজ বাদশা। তাকে ধরতে গিয়ে কার্যত শাহজাহানের লোকজনের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসে ইডি'র লোকজন। এরপর সন্দেশখালির ত্রাস শাহজাহান গা ঢাকা দেয়। তারপর ১০ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন চ্যানেল সহ সর্বত্র দেখা যায় গরীব অসহায় সাধারণ মানুষ, মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে শাহজাহান সহ তার ডানহাত বামহাত শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার সহ সাঙ্গপাঙ্গদের তাড়া করেছে, তাদের বাড়ী, খামার পুড়িয়ে দিয়েছে। এরপর পুলিশ উত্তম সর্দারকে ধরলেও পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে হয়রানি ধরপাকড় শুরু করে। এলাকার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করে। ধামাখালি সহ সমস্ত দ্বীপগুলিতে ও বিস্তীর্ণ এলাকায় ইন্টারনেট জ্যাম করে দেয়।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এইসব ঘটনা শোনার পর চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। আমরা সত্য ঘটনা জানার উদ্দেশ্যে CPDRS-এর অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথের নেতৃত্বে চঞ্চল ঘোষ ও মল্লারিকা কুণ্ডু সহ তিন সদস্যের তথ্য অনুসন্ধানকারী দল বহু ঘুর পথে সরবেড়িয়া রামপুর বাজার থেকে ফেরি পেরিয়ে জেলিয়াখালি দ্বীপে পৌঁছতে সক্ষম হই। আমরা লক্ষ্য করি বাইরের মানুষের থেকে দ্বীপগুলিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার কাজ প্রশাসন করছে ও তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনীও নজরদারি করছে সর্বত্র। সকলের চোখ এড়িয়ে আমরা জেলিয়াখালি দ্বীপে আমাদের পূর্বপরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা করি, উনি আমাদের রাস্তাঘাট চিনিয়ে নিয়ে যান ও ঐ দ্বীপের ত্রাস শাহজাহানের ডানহাত বলে পরিচিত শিবু হাজরার বিস্তীর্ণ এলাকা ও তার অত্যাচারের কিছু চিহ্ন ঘুরিয়ে দেখান। আমরা দেখি মানুষের রোষে পুড়ে যাওয়া শিবু হাজরার প্রাসাদোপম বাড়ী, বিস্তীর্ণ খামার, ভেড়ি প্রভৃতি। আর দেখি এগুলি পাহারা দেবার জন্য পুলিশ পোস্টিং আছে। তাদের চোখ এড়িয়ে আমরা গ্রামগুলিতে ঢুকি এবং বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, জানার চেষ্টা করি — সত্য ঘটনা কি? কেন মানুষ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের উপর ক্ষেপে আছে। প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার ঘুরেও মানুষের মুখ খোলাতে পারছিলাম না, কেননা মানুষ এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তারপর হালদার পাড়া বলে এক জায়গায় আসার পর এক একজন করে মেয়েরা, মায়েরা মুখ ঢেকে তাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বলতে থাকেন। আমরা তাদের মুখের কথা থেকে জানতে পারি শেখ শাহজাহানের ডানহাত শিবু হাজরা দীর্ঘ ১২/১৩ বছর ধরে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছে। বর্তমান রাজ্য শাসক তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকা অপরাধীদের এদেরই দলের গরীব সাধারণ মানুষের উপর (যারা কিনা তৃণমূল পার্টিরই ভোটার) আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। মা-বোনেরা কান্নামিশ্রিত গলায় বলেন — তাদের বাড়ীর পুরুষদের যখন-তখন রাত-বিরেতে জন খাটতে, ভেড়ির জলে কাজ করতে

ডাকত এই দুষ্কৃতিরা। তারপর কাজ করিয়ে টাকা-পয়সা তো দিতই না এমনকি মুখের খাবারটুকুও দিত না। যদি পারিশ্রমিক বা খাবার খাওয়ার টাকা চাইত তাহলে লাঠির বাড়ি পড়ত গরীব মানুষগুলোর উপর। ঐসব দ্বীপগুলিতে বহু গরীব মানুষকে মেরে তারা কর্মহীন করে দেয়। পেটের দায়ে এলাকা থেকে পুরুষরা ভিন্ন জায়গায় কাজ নিয়ে চলে যায়।

মায়েরা আমাদের কাছে প্রমাণস্বরূপ ব্যাঙ্কের বই দেখায়, ১০০ দিনের কাজের নামে কাজ করিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে গরীব মানুষের টাকার বেশিরভাগ শিবু হাজরার লোকজন নিয়ে নিত। আর তাদের ভাগে যৎসামান্য জুটত। অর্থাৎ যদি ৩৫০০ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উঠত, যার কাজের টাকা সে পেত ৫০০ আর বাকি ৩০০০ টাকা শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারের লোকজন নিয়ে নিত। রাত ১২টার পর মা-বোনেদের যাদের বয়স কম তাদের মিটিং আছে বলে শিবু হাজরা তার ডেরায় ডেকে পাঠাত। না গেলে ঘর ভাঙচুর সহ অকথ্য অত্যাচার, এমনকি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীকেও ওরা রেহাই দেয় নি। আবাস যোজনার টাকা ওরা গরীব মানুষের নামে পাশ করিয়ে তাদের দিয়েই ব্যাঙ্কে টাকা ওঠানোর জন্য নিয়ে গিয়ে টাকা তুলে সবটা নিয়ে নিত। মাঝে মাঝে গরীব মানুষগুলোর হাতে সামান্য কিছু টাকা দিত। এমনকি কোন নির্মীয়মান বাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে তারপর নিজেদের পকেটে টাকা নিয়ে নেবার ঘটনা আমাদের কাছে একাধিক মানুষ বলেছেন। অনেকে কাগজপত্রও দেখিয়েছেন।

গরীব মানুষ অল্প জমিতে চাষবাস করত তাও এরা বিনা টাকায় কোথাও সামান্য টাকায় দস্তখত করে নিয়ে নিয়েছে, এইভাবে দুষ্কৃতিকারীরা বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছে। মা-বোনেরা এলাকায় ঘুরে ঘুরে ঐসব জমি আমাদের দেখিয়েছেন যা এখন শিবু হাজরা, শাহজাহানদের দখলে। যারা জমি দিতে চায় নি তাদের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দখল করে নিয়েছে এসব তথ্য এলাকার গরীব মানুষ কাঁদতে কাঁদতে আমাদের তথ্য অনুসন্ধাকারী দলের কাছে তুলে ধরেন। আরও বলেন তৃণমূল সরকার আসার পরেও ভোট অনেকবার এসেছে কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকায় কেউ ভোট দিতে যেতে পারত না। তাদের ভোটার কার্ড সহ অন্যান্য পরিচয়পত্র ওরা জোর করে আগেই নিয়ে নিত আর বলত — যা তোদের ভোট হয়ে গেছে। যদি কেউ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিত তাকে ওদের সামনে দেখিয়ে ভোট দিতে হত। অথচ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ই শাসকদলের লোক।

এরপর এলাকার মানুষই অন্ধকার নামার আগে আমাদের এলাকা থেকে বার করে টোটো করে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলে দেয় যাতে আমরা নিরাপদে ফিরতে পারি।

CPDRS-এর তথ্য অনুসন্ধানকারী দল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। CPDRS সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন — যেমন নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ, লিগাল সার্ভিস সেন্টার, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, PCAI প্রভৃতি সংগঠন মিলিতভাবে সন্দেশখালি, জেলিয়াখালি সহ সমস্ত দ্বীপগুলিতে অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ রাণুছায়া মঞ্চে এক ধিক্কার সভার আয়োজন করে। বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন, রিদ্ধি সেন, সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, অর্ক ভাদুড়ী, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার সহ বহু ডাক্তার, আইনজীবী, নাট্যব্যক্তিত্ব সহ সমাজের বিভিন্ন ধারার মানুষজন। সভা যত এগিয়েছে মানুষের ভিড়ও বেড়েছে, উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত।

প্রথমেই CPDRS-এর তথ্য অনুসন্ধানকারী দলের পক্ষ থেকে আইনজীবী ও অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ সন্দেশখালি, জেলিয়াখালির ঘটনা যা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন তা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। গোটা সভা নির্বাক হয়ে অত্যাচারের কাহিনী শোনেন ও বর্তমানে সরকারের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে থাকেন।

অধ্যাপক সুজাত ভদ্র ঐ সভা থেকে প্রস্তাব তোলেন সন্দেশখালি নিয়ে গণশুনানি হোক। সভায় উপস্থিত সকলেই তা সমর্থন করেন। তিনি নিজেও ওখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুজাতবাবু বলেন, বর্তমানে তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। আইন থাকা সত্ত্বেও

আইনের রক্ষকরা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের প্রতিকার করে না। অত্যাচারী মানুষ ক্ষেপে গেলে উল্টে তাদেরই শাসন করে জেলে পুরে রাখে আর সত্যিকারের অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন বলেন, এই প্রতিবাদ সভা সময়োচিত। যারা অত্যাচারী আর অত্যাচারিত উভয়ই তৃণমূল। তাহলে দলটি কেমন? আজ নিরীহ গরীব মানুষের উপর সকল সন্ত্রাসীদের অত্যাচার। আমি কোন দল করিনা। তবুও বলব যারা নিজেদের নিচুতলার মানুষের উপর অত্যাচার করে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন বেশ কিছুজন নাকি-কান্না করছেন আমরা বুদ্ধিজীবীরা নাকি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় যেরকম ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন সেভাবে নেই। তাদের আমি বলছি, যারা এখানে এসেছেন থিয়েটারের লোক আর যারা আসতে পারেননি কোনো শো পড়ে যাওয়ায় আমরা সকলেই অত্যাচারিত গরীব মানুষের পক্ষে আছি, থাকব। কোন সরকারের রঙ দেখি না আমরা, যেখানে মানুষ নিপীড়িত হবে সেখানে আমরা মানুষের পক্ষে আছি। যারা নাকি-কান্না করছেন তা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এটা আপনাদের বুঝতে হবে।

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, শাসকরা বিরোধীদের সঙ্গে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে আর বিরোধীরা শাসকের ত্রুটি ধরে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, শুধু এটাই চলতে থাকবে নাকি জনস্বার্থের কথা দলগুলি ভাববে, যারা অত্যাচারিত তাদের পাশে থাকবে! তিনি প্রশ্ন করেন, একজন মহিলা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কি আদৌ অত্যাচারিত নারীদের পাশে দাঁড়াবেন? যদি না দাঁড়ান সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মা-বোনেদের সাহস যোগাতে হবে। পুলিশ আইনের রক্ষক হয়েও যেভাবে দুষ্কৃতিদের পাহারা দিচ্ছে আর গরীব মানুষকে অত্যাচার করছে বা করে আসছে তা সত্যিই আজ আমাদের ভাবাচ্ছে, আমরা কোন সমাজে বাস করছি।

অভিনেতা রিদ্ধি সেন বলেন, বহু অনুষ্ঠানে উদ্বোধনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, অথচ আজও সন্দেশখালিতে যেতে পারলেন না। উনি বলেন, আজ যুবসমাজকে বুঝে নিতে হবে বর্তমান শাসক পূর্বের শাসকের ন্যায় মানুষকে অমানুষ করার চক্রান্তে নেমেছে। দুষ্কৃতিদের যদি সময় মত সাজা দিত বা ভোটের লাভ লোকসান না দেখে সাধারণ মানুষের পাশে থাকত তাহলে গরীব মানুষ তাদের পাশেই থাকত। শুধু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের পাশে আছি বললেই সবাই মেনে নেবে না, সাধারণ মানুষকে অত বোকা ভাবার কোন কারণ নেই।

প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, আমরা সিঙ্গুর- নন্দীগ্রামের আন্দোলনে ছিলাম। আপনারা জানেন, অত্যাচার শেষ কথা বলে না। আমরা সে সময় নন্দীগ্রামে গেছি, সিঙ্গুরে গেছি, দেখেছি ক্ষমতার দম্ভে মানুষকে মানুষ মনে না করার অবস্থা। তাতে যে মানুষ একত্রিত হয়েছিল যাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সরকারে বসেছে তারাই আজকে ক্ষমতার দম্ভে মানুষকে মানুষ মনে করছে না। আমরা তখনও যেমন সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম এখনও থাকব। বুদ্ধিজীবীরা কোথায় — এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আমাদের প্রতিবাদকে আটকানো যাবে না।

বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ী বলেন, সারা পৃথিবীতেই কোথাও অত্যাচার শেষ কথা বলেনি এখানেও বলবেনা। পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ একত্রিত হচ্ছে তেমনি বিশ্বের সর্বত্রই একই চিত্র। অত্যাচারিত মানুষ অত্যাচারিত হতে হতে ফেটে পড়ে। সন্দেশখালিতেও গরীব মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে তাই তারা হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে, একে আমরা সম্মান করি।

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া একইভাবে অত্যাচারীদের ধিকৃত করেন, গরীব জনতার পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার করেন ও সভাস্থলে তাঁর এই বিষয়ের উপর একটি কবিতা পাঠ করেন।

এরপর আরও বিশিষ্ট মানুষ বক্তব্য রাখেন সকলেই সন্দেশখালির মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেন। সভার সঞ্চালক, CPDRS-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক সভা শেষে বলেন, 'সন্দেশখালি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তে প্রান্তে এমন সন্ত্রস্ত পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে। পূর্বে উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ, সর্বত্রই একই রকম সন্ত্রাস আমরা দেখেছি। শাসক বদলালেও, শাসকের চরিত্র বদলায় না।

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির মন্তব্য অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। সন্দেশখালিতে শুধু হিন্দু মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে, তাঁর এই মন্তব্য তাদের নিকৃষ্ট রাজনীতিকেই বেআব্রু করে। অত্যাচারিত মানুষের পাশে থাকা নয়, ভোটের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। মনে রাখা দরকার, অত্যাচারীর কোনও জাত হয় না। অত্যাচারিত মানুষেরও কোনও জাত হয় না।"

এই সভা থেকেই স্থির হয় সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন সহ এক প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি যাবেন, অত্যাচারিতদের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের পাশে থাকার বার্তা দেবেন। উপস্থিত সকলেই শেখ শাজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার সহ সকল দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি করেন ও সন্ত্রস্ত সন্দেশখালিতে শান্তি ফেরানোর আর্জি জানান।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে ১৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল রবীন্দ্রসদন থেকে সায়েন্সসিটি হয়ে ধামাখালিতে গাড়ী রেখে নৌকায় নদী পেরিয়ে তারপর টোটোয় করে প্রথমে জেলিয়াখালি, তারপর আরও একটা নদী পেরিয়ে সন্দেশখালি, তারপর আবার ফেরী পারপার করে তুতখালি, বেড়মজুর হয়ে একাধিক দ্বীপ পরিদর্শন করেন। এই টিমে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া সহ নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত, সিপিডিআরএস-এর কার্য্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন, সম্পাদক রাজকুমার বসাক, সঙ্গীতশিল্পী কুমকুম সরকার, আইনজীবী লীলাময় রায়, ডাক্তার নীলরতন নাইয়া, সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ী, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের আমিনুদ্দীন শেখ প্রমুখ ।

পুলিশের বেড়াজাল ডিঙিয়ে জেলিয়াখালিতে গিয়ে দেখা যায় মা-বোনেরা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলবেন বলে স্কুল মাঠে জড়ো হতে থাকেন। সকলেই তাঁদের উপর অত্যাচারের কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অনেকে তাঁদের আবাস যোজনার টাকার ব্যাঙ্কের বই, কোন বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আর নিজেদের সত্যিকারের ঝুপড়ি বাড়ী দেখায়।

কিভাবে গরীব মানুষের টাকা দুষ্কৃতিকারীরা মিথ্যা ছবি তুলিয়ে নিয়ে নিয়েছেন। মা-বোনেরা যারা রাতের অন্ধকারে যেতে চায়নি ওদের কাছে, তাদের উপর যে মারধোর হয় তার চিহ্ন আমাদের অনেকেই দেখিয়েছেন। তাদের যে মারধোর করা হত পুরুষরাও তার চিহ্ন, হসপিটালের কাগজ দেখান, প্রতিনিধি দলে ডাক্তার থাকায় তাদের এগুলি দেখাতে সুবিধা হয়েছে।

তারপর প্রতিনিধি দল একে একে সন্দেশখালি ও অন্যান্য দ্বীপে যায়। সর্বত্রই মানুষ যে সন্ত্রস্ত তা বোঝা যাচ্ছিল। উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ শুনলেও মানুষজনের আর্থিক অবস্থা যে খুব খারাপ তা প্রত্যক্ষ করা যায়। বেশিরভাগই ঝুপড়ি বাড়ী আর মাঝে মাঝে প্রাসাদোপম বাড়ী। 'প্রাসাদ'গুলি শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের। চাষের জমি সব ভেড়ি হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ বিশেষ করে পুরুষরা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পরিযায়ী শ্রমিক।

এরপর আবার নদী পেরিয়ে ধামাখালিতে এসে গাড়ী করে বেড়মজুর যাওয়া হয়। এখানে পুলিশ-প্রশাসন ব্যারিকেড করে রেখেছে এলাকা। ১৪৪ ধারার জারির নির্দেশের প্রতিলিপি দেখিয়ে প্রশাসন প্রতিনিধি দলকে ঢুকতে দেন না। ওখান থেকে ফিরে এসে সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া একটা গানের ভিডিও প্রকাশ করেন যেখানে অত্যাচারিতদের বেশ কিছু দৃশ্য দেখান হয় এবং সন্দেশখালির মানুষের হয়ে গান বাঁধেন যা অত্যাচারিত মানুষের লড়াইয়ে প্রেরণা জোগায়।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর সদস্য হিসাবে গরীব মানুষদের অধিকার রক্ষার লড়াইতে পাশে থাকবো ও সন্দেশখালি সহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করবো, এই আমাদের অঙ্গীকার।

[লেখিকা মানবাধিকার কর্মী]